সংবাদ

তারিখ 10 JAN 2012
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ-২০১২ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে -পিআইডি

শিক্ষা সপ্তাহ উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী

প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে সব শিক্ষার ভিত্তি

প্রধানমন্ত্রীর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিশুরা যাতে প্রাথমিক শিক্ষায় দৃঢ় ভিত্তি লাভ করে সে লক্ষ্যে বিশেষ যত্ন নিতে শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী গতকাল 'জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ-২০১২'র উদ্বোধনকালে আরও বলেন, 'প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে মানবজাতির সব শিক্ষার ভিত্তি। এজন্য শিশুদের ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে সহায়তা করতে তাদের সঠিক ও গুণগত শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা আমাদের সবার পবিত্র দায়িত্ব।' গতকাল ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা পদক বিতরণ করেন। এবারের জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'জাতির জন্য অহংকার, একশ' ভাগ শিক্ষার হার'। বাসস।

শেখ হাসিনা বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে প্রতিটি শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের প্রথম পর্যায় এবং তার সরকার চায় প্রতিটি শিশু সু-আদর্শ ও নীতির ভিত্তিতে বেড়ে উঠুক। এ প্রসঙ্গে তিনি পঞ্চম শ্রেণীতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার কথা উল্লেখ করে বলেন, এই নতুন ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের শিক্ষালাভে অনুপ্রেরণা জোগানোর পাশাপাশি কচি বয়সে তারা অন্যদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার মানসিকতাও গড়ে তুলছে। প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা : পৃষ্ঠা : ২ ক ৫

শিক্ষা : সপ্তাহ
(১৬ পৃষ্ঠার পর)

বলেন, তার সরকার ২০১৪ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার পরিকল্পনা নিয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী ডা. এম আফসারুল আমিনের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে একই মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী এম মোতাহার হোসেন, সচিব এ কে এম আবদুল আউয়াল মজুমদার ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষ বক্তৃতা করেন। সবার কাছে গ্রহণযোগ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষানীতি চালুর কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই নীতি পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হচ্ছে, যা আলোকিত প্রজন্ম গড়ে তোলার সহায়ক হবে। তিনি বলেন, তার সরকার প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সব শিশুর ভর্তির জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে। আফসারুল আমিন বলেন, বর্তমান সরকারের নেয়া ব্যবস্থার ফলে প্রাথমিক স্তরে ভর্তির হার অনেক বেড়েছে। তবে দারিদ্র্য ও অন্যান্য প্রতিবন্ধকতার কারণে মানসম্মত শিক্ষার ব্যবস্থা করা এখনও এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। তিনি বলেন, সরকার ৫৮ হাজার ৩৫৯ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (পিইডিপি)-২ বাস্তবায়ন করছে। এর আওতায় ৪১ হাজার নতুন শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ, ৪৫ হাজার শিক্ষক নিয়োগ, উপকূলীয় অঞ্চলে ৩৯৫টি নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয়-কাম-সাইক্লোন সেন্টার এবং ৪৫৫টি উপজেলা শিক্ষা অফিসের সংস্কার করা হবে। প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে শিক্ষাবহির্ভূত কর্মকাণ্ডে কৃতিত্বের জন্য ২৪ শিক্ষার্থী এবং দেশে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে অবদানের জন্য ২২টি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষক ও কর্মচারীকে পদক প্রদান করেন।